প্রথম আলো

তারিখ 18 DEC 2008
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

য়েরা বিদ্যালয়ে আসছে বার ঝরেও পড়ছে

দারিদ্র্য, বিয়ে, নিরাপত্তাহীনতা

মান পিন্টু

হিসাবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশ ছাত্রী ঝরে পড়ে। নবম শম শ্রেণীর মধ্যে ঝরে পড়ার হার প্রায় ৭৩ শতাংশ। আর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে ৮৩ শতাংশ।

া বিশ্লেষকেরা দেখাচ্ছেন, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ১০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ২০ জন। বাকি ৮০ জনই প্রথম থেকে দশম র্যন্ত ধাপে ধাপে ঝরে যায়। এদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি।

ল নারীশিক্ষা নিয়ে বিগত সরকারগুলোর বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপের প্রভাব পবৃত্তি প্রকল্পের সুফল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কারি তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষার্থী ভর্তির নিট হার ৪৫ শতাংশ (ছেলে ৪৭.৭ ও মেয়ে ৫২.৩), প্রাথমিক ই হার অনেক বেশি, ৯৭ শতাংশ (ছেলে ৪৯.৩ ও মেয়ে ৫০.৭)। দারিদ্র্য। কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

কারি হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ। কিন্তু পর্যায়ের শেষ দুই বছরে গিয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক ঝরে যাচ্ছে, নে দেখা গেছে, এদের বেশির ভাগই

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম

রা বিদ্যালয়ে আসছে আবার ঝরেও পড়ছে

র পর

াত্রী। তাদের ঝরে পড়ার মূল রিদ্র্য, বিয়ে, নিরাপত্তাহীনতা ও

মিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, ড়াও মেয়েদের ঝরে পড়ার কারণ সামাজিক সচেতনতা ও পর্যায়ের পর নিরাপত্তার চর, হাওর-বাঁওড় ও পাহাড়ি মেয়েদের লেখাপড়ার সামগ্রিক এখনো অনুকূল নয়।

চর তুলনায় সুফল কম: ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ও অনুপাত প্রায় সমান হওয়ার র ও দাতা সংস্থা ২০০২ সাল চ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি রু করে। বৃত্তি কর্মসূচির লা হচ্ছে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী াত্রী ভর্তির হার বাড়ানো। এসএসসি ও এইচএসসি পাসে করা, যাতে পরে তারা স্বাস্থ্য, বিভিন্ন খাতে চাকরি করতে আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ রেখে হ ঠেকানো। আর এসব র্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে, কমানো, জনসংখ্যা বাড়ার তিবাচক পরিবর্তন আনা ও নারীদের অবস্থান জোরালো

বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ছে, উপবৃত্তি খাতে যত টাকা হ, সুফল সে অনুযায়ী মিলছে ছাড়া শর্তের কারণে দরিদ্রের লনামূলক সচ্ছল পরিবারে লে যাচ্ছে।

৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল টি অব বিজনেস এগ্রিকালচার টেকনোলজি গ্রামবাংলায় মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক একটি গবেষণা করে। গবেষণার তথ্যমতে, উপবৃত্তি মেয়েদের স্কুলে ভর্তিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখলেও টিকে থাকতে সেভাবে সহায়তা করতে পারছে না।

মেয়েদের শিক্ষায় উপবৃত্তি কর্মসূচির ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, উপবৃত্তি কর্মসূচি মেয়েদের বিদ্যালয়ে টানতে পারলেও ধরে রাখতে পারছে না। প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়লেও শিক্ষা সমাপনীর হার সন্তোষজনক নয়।

মেয়েদের ঝরে পড়া ওপরের দিকে বেশি: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৬) অনুযায়ী দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে) আবাসিক শিক্ষার্থী ছিল মোট ৬১ হাজার ৯০৯ জন। এদের মধ্যে ছাত্র ছিল ৪১ হাজার ৩৬৭ ও ছাত্রী ২০ হাজার ৫৪২ জন। এ হিসাব অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ প্রায় অর্ধেক। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ পর্যায়ক্রমে বাড়ছে। ১৯৯০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ৪৬ হাজার ৫১২ জন ছাত্রী। এর পর থেকে প্রতিবছর পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ছাত্রীর সংখ্যা ১০ থেকে ৪০ হাজার বেড়েছে। সর্বশেষ ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে সাত লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ছিল তিন লাখ ৮৩ হাজার ৭৭০ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৬৩ হাজার ৭৭৫।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০০৬ সালের প্রতিবেদন বলছে, ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার ৩৩ দশমিক ৯ থেকে ৫৩ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে ২০০৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষণায় বলা হয়েছে, মাত্র ১৩ শতাংশ মেয়ে দশম শ্রেণী অতিক্রম করে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে। ওই গবেষণা অনুযায়ী, ছাত্রীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেও সাতজনের মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষা শেষ করছে।

মেয়েরা বৈষম্যের শিকার: বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার সাতশৈয়া গ্রামের ময়না তাঁর একাদশ শ্রেণীপড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে দিতে চান। তাঁর চেষ্টা, মেয়ের জন্য একটি ভালো পাত্র পাওয়া অথবা ছোটখাটো একটি চাকরি। কারণ মেয়ের পড়াশোনার খরচ তিনি চালাতে পারছেন না। ময়না বলেন, 'মাইয়া তো আইএ পাস করিছে। এখন এইটে পড়া ছোট ছেলেভারে নিয়ে চিন্তা। ওরে লেহাপড়া শেহাতে না পারলি আমার বুড়ো বয়সে কী হবে?'

দারিদ্র্য ও বৈষম্য ছাড়াও বখাটেদের উৎপাত এখনো প্রত্যন্ত এলাকায় মেয়েদের শিক্ষায় অন্তরায় সৃষ্টি করছে।